**গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিদর্শন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

সভাকক্ষ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, রবিবার, ১৪ পৌষ ১৪২১, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী,

কর্মকর্তাবৃন্দ,

ও উপস্থিত সুধীমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম মনসুর আলী ও মোহাম্মদ কামারুজ্জামানকে। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দু’লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে; যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছি। সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।

সহকর্মীবৃন্দ,

ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত গৃহায়ন এবং নগরায়নের পাশাপাশি সরকারি স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এবার সরকার গঠনের পর এ মন্ত্রণালয়ে এটিই আমার প্রথম পরিদর্শন। আমি আশা করি, আজকের মতবিনিময়ের মাধ্যমে আপনাদের কাছ থেকে মন্ত্রণালয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জানতে পারবো। এ মতবিনিময় মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরও গতিশীল করবে বলে আমার প্রত্যাশা।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে হাত দেন। তিনি সুষ্ঠু নগরায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭২ সালে পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে যার নামকরণ হয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

জাতির পিতার সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে এ মন্ত্রণালয় সারাদেশে ৩৬০টি থানা কমপ্লেক্স, উপকূলীয় অঞ্চলে সাইক্লোন সেন্টার, সারাদেশে খাদ্য গুদাম নির্মাণ ও সংসদ ভবনের বন্ধ কাজ পূণরায় চালু করাসহ ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি নির্মমভাবে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করলে থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা। দেশে নেমে আসে গণতন্ত্রহীন এক কালো অধ্যায়।

সহকর্মীগণ,

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার সরকার গঠন করে। দেশে গণতন্ত্র পূণঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়সহ প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করি।

আমরা ১৯৯৭ সালে ‘ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (ডিএমডিপি)’ সরকারি গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করি। ডিএমডিপি’র আওতায় ১৯৯৭ সালেই ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করি। গুলশান, বনানী, মানিক মিয়া এভিনিউ এবং মিরপুরে ১ হাজার ২০০টি ফ্লাট নির্মাণ করি। যা ন্যাম ফ্লাট নামে পরিচিত।

ঢাকা মহানগরীর উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নেই। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, স্থাপত্য ভবন, ঢাকা নভোথিয়েটার নির্মাণ করি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ-২, সরকারি কর্মচারি হাসপাতাল, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, খুলনায় শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালসহ দেশব্যাপী অসংখ্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করি।

আমরা ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু করি। কিন্তু বিএনপি জামাত জোট ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে এ নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। তারা শুধু মহান স্বাধীনতার স্মৃতি বিজড়িত এই স্থাপনার নির্মাণ কাজই বন্ধ করেনি, তারা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-অধিদপ্তরকে দূর্নীতির আখড়ায় পরিণত করে।

বনানীর ন্যাম ফ্লাটগুলো দলীয় লোকদের কাছে বিক্রি করে দেয়। বনানীর ন্যাম ভবনের পাশে শিল্প মন্ত্রণালয়ের জায়গায় প্লট বানিয়ে বিএনপি পল্লী গড়ে তোলে। তেজগাঁও-এ পিডব্লিউডি’র জায়গা দখল করে দলীয় লোকদের বরাদ্দ দেয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর, গৃহায়ন অধিদপ্তর, রাজউকসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমি, বাড়ি, ভবন দখল করে তারা নৈরাজ্য আর লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে।

সহকর্মীবৃন্দ,

জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে আমরা সরকার গঠন করি। বিএনপি-জামাত জোটের অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে অন্যান্য খাতের ন্যায় গৃহায়ন ও গনপূর্ত খাতের উন্নয়নেও আমরা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করি। আমাদের ’৯৬ সরকারের অসমাপ্ত ও বন্ধ কাজগুলো আবার চালু করি। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভ, খুলনার শেখ আবু নাসের হাসপাতাল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ-২, সরকারি কর্মচারি হাসপাতালসহ বিএনপি-জামাত জোট আমলে বন্ধ থাকা অসংখ্য স্থাপনার অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ শেষ করে তা জনগণের কল্যাণে উন্মুক্ত করে দেই।

পরিকল্পিত নগরী ও সকলের জন্যে আবাসন নিশ্চিত করতে গত ছয় বছরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। হাউজিং এবং বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট টেকসই ও ব্যয় সাশ্রয়ী গৃহ নির্মাণ করার লক্ষ্যে বিভিন্নমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর গত ছয় বছরে দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে।

ইতোমধ্যে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প এবং ১হাজার ৯৬৪টি প্লট উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১হাজার ৭৫৬টি প্লট উন্নয়নের কাজ শেষ করেছে।

রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও বিভিন্ন জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার আওতায় ৩৫টি প্লট উন্নয়ন প্রকল্প এবং ২৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছে। এর অধীনে ৪২ হাজার ৯৭১টি প্লট উন্নয়ন এবং ৩২ হাজার ৮১৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে।

তাছাড়া ৩৭ হাজার ৯৫৯টি প্লট উন্নয়নের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ২৬টি প্রকল্প এবং ৭২হাজার ১৯৭টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ১৭টি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের জন্য ২০তলা সরকারি বাসভবন নির্মাণের কাজ চলছে। ঢাকার আজিমপুর, মতিঝিল সরকারি কলোনি এবং বেইলি রোডে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

পূর্বাচল নতুন শহরে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ডিপিপি অনুয়ায়ী ৬২ হাজার ফ্লাট নির্মাণের পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে। আমি আশা করি, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর আরও অধিক সংখ্যক প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণের মাধ্যমে আবাসন সমস্যা সমাধানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পঞ্চবার্ষিকী এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় আমরা বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ৮০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে প্রো-পুওর স্লাম ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্ট নামে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

সহকর্মীগণ,

যানযট ও জলাবদ্ধতা নিরসন, সৌন্দর্যবর্ধন ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ পরিকল্পিত নগর উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। আমরা ৪টি লুপসহ কুড়িল ফ্লাইওভার চালু করেছি। ৩০০ ফুট প্রশস্ত ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পূর্বাচল লিংক রোড ও বালু নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। গুলশানে ২টি বেইজমেন্টসহ ১৫তলা কার পার্কিং-কাম-অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ তৈরি এবং ঢাকা মহানগরীর একটি নতুন প্রবেশপথ সৃষ্টির লক্ষে আমরা প্রগতি সরণি হতে বালু নদী পর্যন্ত মহাসড়ক নির্মাণ করেছি। তেজগাঁও শিল্প এলাকায় রেল লাইনের উপর রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। শান্তিনগর থেকে ঝিলমিল প্রকল্প পর্যন্ত নতুন একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

বেগুনবাড়ি খাল ও হাতিরঝিল উন্নয়নের ফলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ড্রেনেজ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থার ব্যাপক করা উন্নয়ন হয়েছে।

এ প্রকল্পে মেইন ডাইভারশন স্যুয়ারেজ লাইন ও লোকাল ডাইভারশন স্যুয়ারেজ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরেও এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে আমি সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমরা রাজধানী ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও অন্যান্য নগরীগুলোর উন্নয়নকেও প্রাধান্য দিয়েছি। চট্টগ্রামের যানযট নিরসনে বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার, দেওয়ানহাট ওভারপাস, ঢাকা ট্রাংক রোড, কাপাসগোলা রোড, পাঠানটুলি রোড, অক্সিজেন হতে কোয়াইশ পর্যন্ত সড়কপথ, অলিখাঁ মসজিদ হতে মুরাদপুর জংশন পর্যন্ত হাটহাজারী রোড, কালুরঘাট থেকে বহদ্দারহাট পর্যন্ত আরাকান রোড নির্মান করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড, লুপ রোড, মুরাদপুর ২নং গেইট ও জিইসি জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুরসহ দেশের বড় বড় শহরের উন্নয়নে আমরা গত ছয় বছরে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

রাজউকের সকল নথিপত্র ও প্ল্যান সংক্রান্ত কার্যাবলী তথ্য-প্রযুক্তির আওতায় আনার কাজ চলছে। সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের অন-লাইন সার্ভিস ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম সাফল্য। আমি আশা করি, এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা নাগরিক সেবা সম্পর্কিত সকল ই-সেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।

সহকর্মীবৃন্দ,

পরিকল্পিত নগরায়ন ও বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিকল্পনাকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগরীর ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের স্ট্রাকচার প্ল্যান, খুলনা মহানগরীর ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রনয়ণ করা হয়েছে। খুলনা মহানগরীকে মংলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের লক্ষে স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান; চট্টগ্রাম মহানগরীর স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানসহ কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন ও মহেশখালী এলাকার পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঢাকার বিদ্যমান ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP)কে রিভিউ করে আরও বাস্তবসম্মত ও সময়োযোগী করার লক্ষে ড্যাপ (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

আমরা পিপিপি’র আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছি। শান্তিনগর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত ফ্লাইওভার এবং মিরপুর ৯নং সেকশনে বহুতল এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্প পিপিপি’র আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মহাখালীতে ৪২ একর জমিতে পিপিপি’র আওতায় ৩০ তলা বিশিষ্ট ২০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে।

সম্প্রতি কুয়ালালামপুর সফরকালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত মি: সামী ভেলু আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে আমি তাঁকে ঢাকার নিম্নআয়ের মানুষের জন্য কামরাঙ্গীর চরে বহুতল আবাসন প্রকল্পে বিনিয়োগের আহবান জানাই। তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন।

সহকর্মীগণ,

গত ছয় বছরে এ মন্ত্রণালয় যে সফলতা অর্জন করেছে তার দাবীদার আপনারা। আমাদের সরকার জনগণের সরকার। জনগণের কল্যাণের জন্যই আমার রাজনীতি। আজ বাংলাদেশ প্রতিটি সেক্টরে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। সরকারের উন্নয়ন কাজের সফল বাস্তবায়ন আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব।

আসুন সকলে মিলে দেশের উন্নয়নে নিবেদিত হই। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কর্মী হোক উন্নয়নের হাতিয়ার। আমি আশা করি, আবাসন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ নগর উন্নয়নের প্রতিটি কাজ আরও গতিশীল হবে। ভবন নির্মাণে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডসহ প্রচলিত আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

আমি চাই দেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না। আমরা দেশের প্রতিটি গ্রামে পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষে কাজ করছি। দেশের সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত আবাসন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য নগর ও গ্রাম গড়ে তোলাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...